OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 23
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 81 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 81 - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

হামিরউদ্দিন মিদ্যা : পল্লী প্রকৃতি ও সম্প্রীতির রূপকার

বৈদ্যনাথ সরেন
স্বাধীন গবেষক
Email ID: baidyanathsoren09@gmail.com
0009-0008-4473-6067

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Nature, livelihood, struggle, believe, culture, communal, conflict, contradiction, society, harmony.

Abstract
Hamiruddin Middya is a popular young writer of modern Bengali short stories. Has a storyteller, he has a cheap remarkable acclaim within hey remarkably short span of time. He was born into a peasant family in the lalmati region of the district of Bankura. Consequently, he has mingled closely with the local people and has shared intimately India Joys and sorrows. His stories feature the common people individuals of robust character and resilince. Themes of poverty livehood struggles and religious dogmatism frequently recur in his negatives. In the majority of his stories, he places his primary focus on Muslim society. His portable short stories include 'Aaj railerdark', 'mat Rakha' etc Driving by a sense of social responsibility he has brought the realities of Muslim society to the forefront of his work. A significant portion of his short stories is dedicated to poverty, striken Muslim protagonists and there ardous, struggle for survival; they depict agriculture as the sole means of livelihood alongside vivid descriptions of rural Bengals cannals, wetland, rivers lush green farmland and picturesque natural environment. Beyond the geographical and environmental backdrop his stories also reply to the contemporary political climate the rep ripoles of which have invitable reased the villager and rural area. Furthermore, he addresses various government initiative and the manner in which they are implementedIn this article showed he explores social customs religious beliefs and superstitions highlighting the inherent conflict and Contradictions among them as well as the eventual ly resolution of such tension. In the story 'Mat Rakha', one discerns a message championed by the Imam Sahib; that humanity, human, dignity and communal harmony transcend the strictures aap religious orthodoxy, conversly in the narrative examines the complexities and ambiguities surrounding religious practicles among both Hindu and Muslim. Emerging from this very context of crisis is the figure of an elderly women a savior of shots who had successful overcome are infertility after seeking blessing at the pir's shrine. The retualistic cooking and distribution of' khichuri' (a mixed grain dish) as a suffering and the subsequent acceptable of this food by people all classes, irrespective of caste are religion epistom if profound synthesis of tradition.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 23
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 81 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Thus, Hamiruddin middya as a masterful architect of communal harmony in contemporary literature.

Discussion

একবিংশ শতকের তরুণ গল্পকার হামিরউদ্দিন মিদ্দ্যা। তিনি অভিজাত সংস্কৃতি ও মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের অন্দরমহলে প্রবেশ করেননি। ছোটবেলা থেকে গল্প শোনবার আগ্রহ ছিল প্রবল। গল্পের বিষয় নিয়ে তাকে ভাবতে হয়নি আশেপাশেই ছিল অজস্র উপকরণ। পল্লীবাংলা থেকে এক একটি উপাদান তুলে ছোটগল্পের পাতায় লেখনীর জাদুস্পর্শে সোনার ফসল ফলিয়েছেন। আমরা ভাবতেই পারিনি এগুলো নিয়ে মান্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে এবং সকলের কাছে সমাদর লাভ করবে। যেখানে তথাকথিত ভদ্র সমাজের কাছে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ছিল অপাংতেও ও মনের সুখপ্রদ কল্পনা - বিলাসের বিষয়। হামিরউদ্দিন চোখের আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন গ্রামের আনপড় মানুষদেরকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায়।

তরুণ লেখক হামিরউদ্দিন মিদ্দ্যা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি লালমাটি বাঁকুড়া জেলার দামোদর নদ তীরবর্তী রূপলাল গ্রামে। অতিদরিদ্র পরিবার। কৃষির ওপর নির্ভর করে তাদের সংসার চলে। ছোটবেলা থেকে কৃষিকাজে যেতে হয়েছে তাকে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর পড়াশোনায় সাময়িক ছেদ ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ছোটবেলায় গ্রামের পাল পাড়ার স্বপন কাকার (স্বপন পাল) ঠাকুরগড়া দেখতেন দূরে দাঁড়িয়ে স্কুলে যাওয়া আসার পথে। তিনি প্রতিমা গড়তেন, আবার মনঃপুত না হলে আবার ভাঙতেন আর হেসে বলতেন—

> "বুঝলি ভাইপো এরই নাম শিল্প। ভাঙ্গা গড়া না করলে ভালো শিল্প হয় না রে।"[১]

এই কথাগুলো ভীষণভাবে তাঁকে নেশাগ্রস্থ করেছিল। এই নেশায় যে পেশা হবে ভাবতে পারেন নি। তিনি জানিয়েছেন—

> "বড় হয়ে যখন গল্প লিখতে এলাম আমাকে ভাঙ্গা গড়ার নেশায় পেয়ে বসলো। একটি গল্প একবার লিখে দেওয়ার পরেও মনে শান্তি পাই না। যতবার পরি মনে হয় যেন আরও কিছু বলার ছিল আরও কিছু করার ছিল।"[২]

তুখোড় লেখক হামির উদ্দিন। তিনি গ্রাম্য পরিবেশের সান্নিধ্যে থেকে অজপাড়া গাঁয়ের মানুষের সাথে মিশেছেন। তাদের কথায় সাহিত্যে চিরভাস্বর করেছেন। তাঁর প্রথম গল্পটি 'লগ্নউষা' নামক লিটল ম্যাগাজিন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বাঁকুড়ার সোনামুখী অঞ্চলের অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা। তাঁর লেখা প্রথম গল্প সংকলন 'আজরাইলের ডাক'। এই বইয়ের জন্য ২০২১ সালে পান 'দৃষ্টি সাহিত্য সম্মান পুরস্কার'। গল্প সংক্রান্তি থেকে বেশ কয়েকটি গল্প হিন্দি ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ২০১৮ সালে লেখালেখির জন্য পেয়েছেন 'প্রতিশ্রুতিমান গল্পকার সম্মান'। 'মাঠরাখা' গল্পগ্রন্থের জন্য ২০২২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তরফ থেকে ইলা চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার এবং ২০২৩ সালে পেয়েছেন 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'। গল্প সংকলনটি সোপান থেকে প্রকাশিত হয়। 'মাঠ রাখা' গল্প সংকলনের গল্পগুলি ২০১৯ - ২০২১ এই সময়ের মধ্যে লেখা। এতে আছে মোট ১৮টি গল্প।

'ডাক পুরুষ' উক্ত গ্রন্থের প্রথম গল্প। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রতিদিন' শারদীয় ১৪২৮ বঙ্গাব্দে। তিন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত গল্প। গল্পটিতে আছে গ্রাম্য সংস্কৃতির ধর্মীয় সংস্কার বিশ্বাস ধর্মাসারণের দ্বন্দ্ব সর্বোপরি সবুজ শ্যামলিমার বর্ণনা। পল্লী বাংলার নয়ন জুড়ানো অপরূপ সৌন্দর্য কনকধান্যে ভরা শস্যের হিল্লোল। এখানে অবগাহন করা যায় সাঁতরে ওঠা যায় না। গল্পটির শুরু এইরকম—

> "আশ্বিন মাস শেষ হতে গেল। মাঠে মাঠে সবুজ ধান উত্তুরে বাতাসের হিল্লোল তুলেছে।"[৩]

প্রকৃতির চমৎকার ও নিখুঁত বর্ণনা আশ্বিন মাসে নলপোঁতা লোকাচার ও লোকানুষ্ঠানকে নিয়ে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকের মনে যে বিশ্বাস তাতে আঘাত হেনে ধর্মের বলিরেখা টেনে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান ইমাম সাহেব। তিনি বলেছেন—

> "নলপোঁতা তো মুসলমানদের উৎসব নয়! এগুলো শেরেকি কাজ।"[৪]

ইমাম সাহেব হিন্দু মুসলমানদের বিভেদকে পোক্ত করতে তিনি আবারও বলেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 23
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 81 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ডাক সংক্রান্তি হল লক্ষী ঠাকুরকে আরাধনা করার দিন। হিন্দুরা ওই উৎসব পালন করেন। পুজো দেন। এই গায়ে একসঙ্গে থাকতে থাকতে আপনারাও দেখছি ওনাদের মত নলপোঁতা পালন করছেন।"[৫]

গ্রামের দুই মুসলিম চাষি ছয়দুল আর হায়দার আলি। তারা মুসলমান কৃষির ওপর নির্ভর করেই তাদের সংসার চলে। তারা ধর্মে মুসলিম কিন্তু মনেপ্রাণে উদারপন্থী। ধর্মীয় গোঁড়ামী তাদেরকে গ্রাস করেনি। তাই আশ্বিনের শেষে ডাকসংক্রান্তির সেই দিনে শস্যের দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে নলপোঁতা অনুষ্ঠানে সামিল হতে উদ্যোগী। এই অনুষ্ঠান তাদের কাছে শুধুই নিয়ম বা অনুষ্ঠান নয় দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও সংস্কার। গল্পকার জানিয়েছেন—

> "কাল ডাক-সংক্রান্তের দিন ভোর থেকে সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত মাঠে মাঠে চলবে ধান ডাকা। মাঠের ফসলকে আহ্বান করে চাষিরা প্রত্যেক জমির চার ধারে আল ধরে হেঁটে হেঁটে ধান ডাকার ছড়া বলতে হবে তারপর জমির ঈশান কোণে সেই কোণে সেই সাধ দেওয়া নলকাঠি পুঁতে দিতে হয়। এই নিয়মেই বাপ দাদোর আমল থেকে পালন করে আসছে হায়দার আলি।"[৬]

চাষীদের বিশ্বাসে ধর্মীয় আঘাত করতে চেয়েছে ইমাম সাহেব। এই আঘাত বা বিধি নিষেধে হায়দার আলি দ্বিধান্বিত মানসিক টানাপোড়ানো ত্বরান্বিত। তাই এ বছর জমিতে নলবতা করবে কিনা মনের এই সংশয় দূর করার জন্য শ্রী রোজিনার সাথে পরামর্শ করেছে। সেও বেঁচে থাকার স্বার্থে জীবন জীবিকার তাগিদে সুপরামর্শ দিয়েছে এবং নলপোঁতা অনুষ্ঠানের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছে। হায়দার আলীও ধর্মের গোঁড়ামি মন থেকে মুছে দিয়ে টর্চ আর লাঠি হাতে নিয়ে কাক ভরে নলপোঁতা উৎসব পালনের জন্য বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে ছয়দুল হায়দার আলির প্রদর্শিত পথের পথিক।

শিশির সিক্ত আলতো ভেজা ভোরে নলপুঁতে ফেরার পথে লুকোচুরিতে ছয়দুলের সাথে হঠাৎ দেখা হায়দার আলির। মনের ভয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাদের আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ধর্মীয় উদ্বেগ। এই ধর্মীয় উদ্বিগ্নতা হায়দার আলির কথাতেই স্পষ্ট—

> "ধর্ম করুক ছয়দুল, তাতে আপত্তি নাই। তবে সব ভাগ করে দিলে হবেক! নলপোঁতা হিন্দুদের পরব এটা কুনুদিন ভেবেছিস?"[৭]

তাদের আবেগঘন অন্তর কথনে উঠে এসেছে ধর্মীয় অস্মিতা ও অতীত স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের উৎসব অনুষ্ঠানে ধর্মের ভেদ রেখা তুচ্ছ করে ক্ষীর, পিঠে, পায়েসের আমন্ত্রণ যা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তারা ধর্মানুগত্য ব্যক্তি কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। বিশ্বাস ও সংস্কার কোনো ধর্মের বিভাজনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে হায়দার আলির অকুণ্ঠ উচ্চারণ—

> "নলপোঁতা কুনু হিন্দুর পরব লয়। নলপোঁতা হল চাষিদের পরব। চাষিদের কুনু জাত হয় না রে ছয়দুল। চাষিরা হল অন্নদাতা সবার কথা ভাবে।"[৮]

হায়দার আলির নির্ভীক কথাগুলি দেশ কাল ছাড়িয়ে জাতপাত, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। যা বহমান সংস্কৃতির সচল রাখার সহায়ক। এর ব্যাপ্তি দেশ কালের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়।

'মাঠ রাখা' গ্রন্থের 'পীর সাহেবের আস্তানা' গল্পটি শারদীয় এই সময় পত্রিকায় ১৪২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ আছে।

হামিরউদ্দিন মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি তাদের সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতাকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন ধর্মকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, আঘাত-সংঘাত, অত্যাচার-অবিচার, এমনকি একঘরে করে দেবার মতো ঘটনা।

জামালপুর ছোট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের বাসিন্দা মেহেবুব হাসান এবং তার স্ত্রী নহুবা। তাদের বাড়ির কাছেই ছিল পীরের থান। এখানে গ্রামের মহিলা সকাল সন্ধ্যায় ধুপ মোমবাতি জেলে আসত। কিন্তু মেহেবুব হাসানের মৃত্যুর পর সেই গানটি অবহেলায় পড়ে থাকে। ধীরে ধীরে সকলের অগোচরে চলে যেতে থাকে এক সিদ্দিক মন্ডল ছাড়া। সে নহুবা বুড়ির সন্তান। যে পীরপন্থির বিশ্বাস নিয়ে আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু এতেও বাধ সাধে। তার ওপর নেমে আসে শাসানি। শাসানির ভাষ্যরূপটি এরকম—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 23
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 81 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমরা গোটা গ্রামের মানুষ একদিকে আর তুই এঁড়ে মরদ হয়ে গেছিস? ওসব চলবে নি এখানে। একই মসজিদে নামাজও পড়বি আবার পীরও মানবি মগের মুলুক পেয়েছিস।"[৯]

সিদ্দিক মন্ডলকে নিয়েই সালিশি সভা বসেছে। উদার ও সমন্বয়ের ধর্মাচরণের জন্য তাকে শুধু গ্রাম ছাড়া নয় একঘরে করে দেবার বিধানও দিয়েছে। এতেও সে দমে যায়নি। বরং তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে উপকার পাবার কথা। নীরব থেকেছে সকলেই। তবু কিছু নাছর বান্দা মানুষ স্থান ভেঙ্গে দিয়ে ধর্মীয় সত্তাকে সমূলে নির্মূল করতে চেয়েছে। আর এর বিরোধিতা করেছে সিদ্দিক। সম্মিলিত এর কাছে এককের বিড়ম্বনার শিকার। এই পরিস্থিতিতে পাশে থেকেছে স্ত্রী জহুরা বিবি। সে যথেষ্ট বিচক্ষণ। তার কথার মধ্যে আছে অভিজ্ঞতার পরিচয় ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে গ্রহণ করার মানসিকতা। ধর্মের প্রতি আস্থা বিশ্বাস পুরোপুরি অন্তরের ব্যাপার। আরবি তো ধর্ম হৃদয়ের দায়িত্ব পেতে পারেনা এই কথাটি সে স্বামীকে বুঝিয়েছে।

ধর্মের কচকচানির মাঝে গল্পে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে দ্বিতীয় পর্বে। ধর্মাচরণকে কেন্দ্র করে জামালপুরের মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাতময় মুহূর্তে সম্প্রীতির দূত রূপে আবির্ভূত হয় এক বৃদ্ধা। তার সঙ্গে ছিল নাতনি যার বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। কিন্তু কোন সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। এর জন্য তাকে শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। বৃদ্ধা এর প্রতিবিধানের জন্য তাকে আস্তানায় নিয়েই আচার সিদ্ধান্ত নেয়। বৃদ্ধা মানত করে জামালপুরের আস্তানায় ছেলেপুলেদের রান্না করে খাওয়াবে এতেও তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিদ্দিক মণ্ডলের অতিউৎসাহ এবং মাস্টারমশাই মানোয়ারের অনুরোধে সমবেত মানুষ সহমত হওয়ায় সেই বাধা আর রইল না মানোয়ার মাস্টারমশাই খানিকটা মাস্টারি চাল খেলে বলেছিলেন—

> "একটা দিনের ব্যাপার তাই মেনে নাও গো সব। না জেনে এসেছে যখন যারা আপত্তি আছে সে তার ছেলেকে পীরের সিন্নি নাও খেতে দিতে পারে।"[১০]

মাস্টার মশাইয়ের জন্য বৃদ্ধা বাগানের এক কোণে পরিষ্কার করে উনুনে খিচুড়ি রান্না করেছে। খিচুড়ির গন্ধে শুধু ক্ষুধার্ত শিশু কেন মুসলমান পাড়া, রায়পাড়া, বাগদী পাড়া, সমস্ত পাড়া থেকে এসেছে। এর মধ্য দিয়ে লেখক দুই ভিন্নধর্মের সমন্বয় সাধন ঘটিয়ে সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছেন।

হামিরউদ্দিন মিদ্দ্যা বাস্তববাদী, নির্ভীক লেখক। তিনি গ্রামের দারিদ্রগ্রস্থ অভাবে মানুষদের দরদ ভরা দৃষ্টিতে দেখেছেন কখনও ঘৃণা করেননি। কেননা তিনি তাদেরই লোক। তিনি সমাজ সচেতন উদারপন্থী ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন গল্পকার। এই কারণেই তিনি ধর্মের অসাড়তাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। সচেতন শিল্পীর মতোই তিনি ধর্মের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে পল্লীবাংলার নিপাট প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা এবং সম্প্রীতির চিরন্তন বার্তা বাহক। তাই হামিরউদ্দিন মিদ্দ্যা পল্লী প্রকৃতি ও সম্প্রীতির রূপকার।

Reference:

১. মিদ্দ্যা, হামিরউদ্দিন, লেখকের কথা, মাঠ রাখা, সোপান, কলকাতা, ২০২৪
২. পূর্বোক্ত
৩. মিদ্দ্যা, হামিরউদ্দিন, ডাক পুরুষ, মাঠ রাখা, সোপান, কলকাতা, ২০২৪ পৃ. ১১
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৯. মিদ্দ্যা, হামিরউদ্দিন, পীর সাহেবের আস্তানা, মাঠ রাখা, সোপান, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ৭২
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯